কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা ৬"**

সূরা ইউসুফে বর্ণিত হয়েসে ইউসুফের ঘটনা। এ সূরাতে ১১১ টি আয়াত রয়েছে। কোরআনে ধারাবাহিকতা অনুসারে ১১১ টি আয়াতকে ইউসুফের ঘটনা ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত, ১৫ টি ছোটো ছোটো খন্ডে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

প্রতিটি খন্ডে প্রথমেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে আল্লাহ তা'য়ালা ইউসুফের ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহন করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইউসুফের ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো রাসূল (স:) এর সাথে সে ব্যবহার করেছিল। ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

যে ভাইকে অন্য ভাইয়েরা চরম নির্দয়ভাবে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো, সেই ভাইয়ের পদতলেই পরবর্তী সময় নিজেদের সঁপে দিতে হয়েছিল। অন্য ভাইয়েরা ইউসুফকে (তখন মিশরের অধিপতি) বলেছিলো:

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ
جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۸۸﴾

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৮৮)

যখন ইউসুফের (মিশরের অধিপতি)পরিচয় ভাইদের কাছে প্রকাশিত হলো, তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে ইউসুফ বলেছিলো:

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

সে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফে ১২:৯২)

ঠিক তেমনি, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স:) কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন (কুরাইশরা তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল) তোমরা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো ? তখন ইউসুফের মতো রাসূল (স:) বলেছিলো: আজ তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নয়, তোমাদের মাফ করে দেওয়া হোল।

আযীযে মিশরের স্ত্রী ইউসুফকে জ্বেনা করার আহ্বান করেছিল, সে রাজি না হওয়ায় তাকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করেছিলো সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু সে ইউসুফের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল, এবং নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য লজ্জায় মাথা অধোবদন হতে হয়েছিল।

বালক ইউসুফকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। ৯ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। ইউসুফ ৩০ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। তার শাসনকালে ১০ম বছরে পিতা ও ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন।

ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা "তাউইলিল আহাদিস" **تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ** অর্থাৎ সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং সত্য পর্যন্ত পৌছার জ্ঞান দান করেছেন। এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা নয়।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:</u>

১. একদিন রাজা (তার সভাসদদের) বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি সাতটি মোটা তাজা গরু। তাদের খেয়ে ফেলেছে সাতটি শুকনো গরু। (আরো দেখেছি) সবুজ সাতটি শীষ আর শুকনো সাতটি শীষ তোমার স্বপ্নের তাৎপর্য বলো:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

বাদশাহ বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী-এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। (সূরা ইউসুফে ১২:৪৩)

২. তারা বললো, এ এক তালগোল পাকানো স্বপ্ন। আমরা এ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অপারগ।

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾

তারা বললঃ এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। (সূরা ইউসুফে ১২:৪৪)

৩. ইউসুফের কারা-সাথী যে মুক্তি সে (রাজ সভায়) বললো, আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব, আমাকে (কারাগারে) পাঠান।

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ
فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

দু'জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলো, সে বলিল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে কারাগারে প্রেরণ কর। (সূরা ইউসুফে ১২:৪৫)

৪. ইউসুফকে (রাজার) স্বপ্নের তাৎপর্য বলতে কারা-সাথী অনুরোধ করলো।

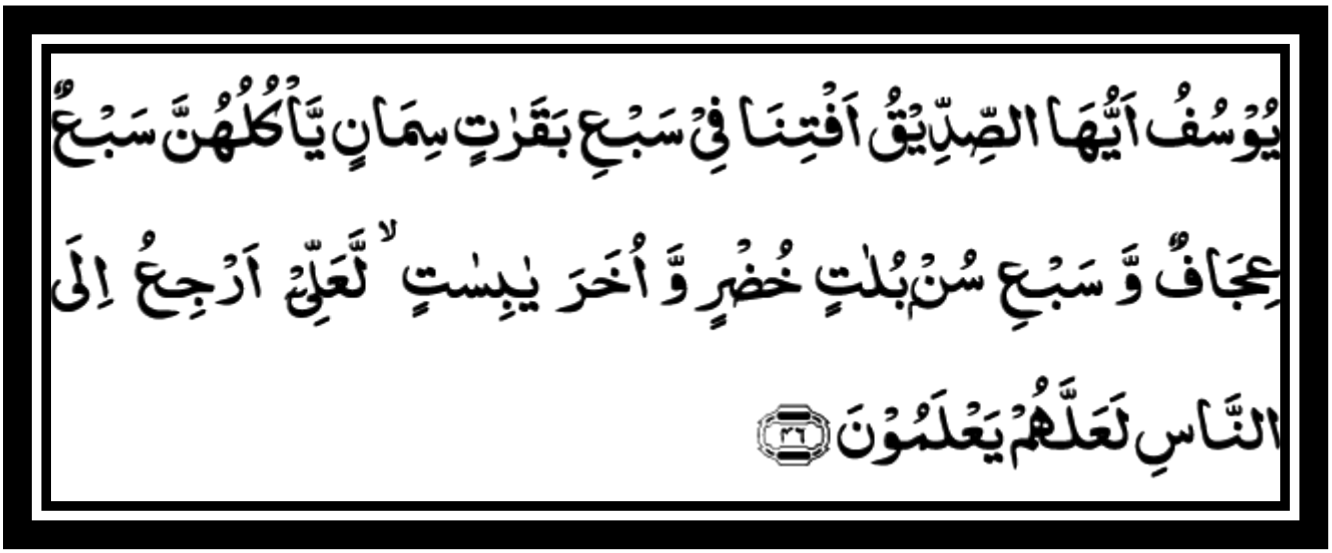
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

সে বলিল, হে ইউসুফ ! হে সত্যবাদী ! সাতটি মোটাতাজা গাভী-তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীর্ষ ও অন্যগুলো শুষ্ক; আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করুন, যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি। (সূরা ইউসুফে ১২:৪৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৫. ইউসুফকে (রাজার) স্বপ্নের তাৎপর্য বললো, তোমরা সাত বছর লাগাতার চাষাবাদ করে যাবে। আহারের জন্য যে পরিমান দরকার তা ছাড়া বাকি ফসল তোমার শীষ সমেত রেখে দেবে।

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

ইউসুফ বলিল, তোমরা সাত বছর উত্তম রূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর তোমরা যে শস্য কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। (সূরা ইউসুফে ১২:৪৭)

৬. তারপর আসবে কঠিন দূর্ভিক্ষের সাত বছর।

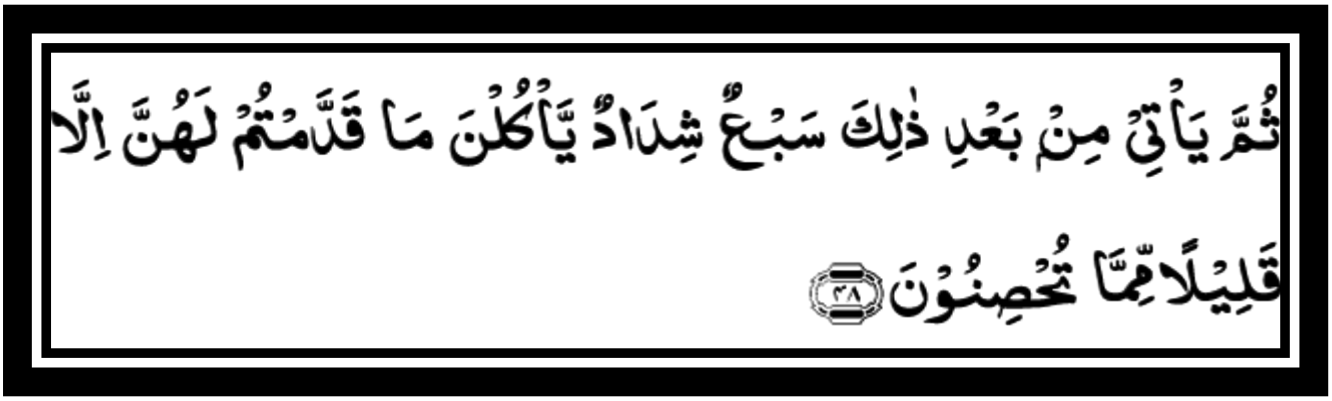
ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا
قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

এবং এরপরে আসবে দূর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। (সূরা ইউসুফে ১২:৪৮)

৭. এরপর আসবে এমন একটি বছর, সে বছর লাভ করবে প্রচুর বৃষ্টিপাত আর নিংড়াবে প্রচুর ফলের রস।

ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

এর পরেই আসবে একবছর-এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে। (সূরা ইউসুফে ১২:৪৯)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, কোরআন ও হাদিস মোতাবেক সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হলে, আল্লাহ তার জ্ঞান ও হিকমা বৃদ্ধি করে দেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দোয়া করো হে আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দান করো। শুধু জ্ঞান ও হিকমা বৃদ্ধি করবেন তাই নয়। তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত হওয়ার তৌফিক ও দেন করবেন।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা সহ সব ধরণের জ্ঞান ও হিকমা দান করেছিলেন যাতে করে তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঠিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

অতএব আসুন আমরা কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে পড়াশুনা করে, সে মোতাবেক নিজেদেরকে পরিচালিত করি। অন্যদেরকে এ পথে জীবন পরিচালনা করার আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে তার সন্তুষ্টির পথে চলার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/